চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

**Book-3**

# ছোটদের সলাহ (নামায) শিক্ষা

## রসূল ﷺ যেভাবে সলাত (নামায) আদায় করেছেন

আমির জামান
নাজমা জামান

**Published by**
**Institute of Family Development, Canada**
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।**


| | |
|---|---|
| মন্তব্য/পরামর্শ | আমির জামান/নাজমা জামান<br>টরন্টো, ক্যানাডা<br>info@themessagecanada.com |
| ১ম প্রকাশ | মে ২০১৩ |
| ২য় প্রকাশ | জানুয়ারী ২০১৬ |
| ৩য় প্রকাশ | জানুয়ারী ২০১৮ |
| প্রশ্ন পর্ব সহযোগিতায় | জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা) |
| সার্বিক সহযোগিতায় | রোকসানা পারভীন (রুমা) |
| ভাষা সহযোগিতায় | প্রমি, রজিত, তন্নী |
| প্রচ্ছদ সহযোগিতায় | জারা, রামিসা, জুমানা |
| © কপিরাইট | আই.এফ.ডি ট্রাস্ট |
| প্রাপ্তিস্থান | আই.এফ.ডি ট্রাস্ট<br>মুহাম্মাদপুর, ঢাকা<br>০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬<br><br>আল মারুফ পাবলিকেশনস<br>কাটাবন মসজিদ, ঢাকা<br>০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১<br><br>কবির পাবলিশার্স<br>চট্টগ্রাম<br>০১৬১৩০৬১৬৫৩ |
| মূল্য | প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price)<br>১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price) |


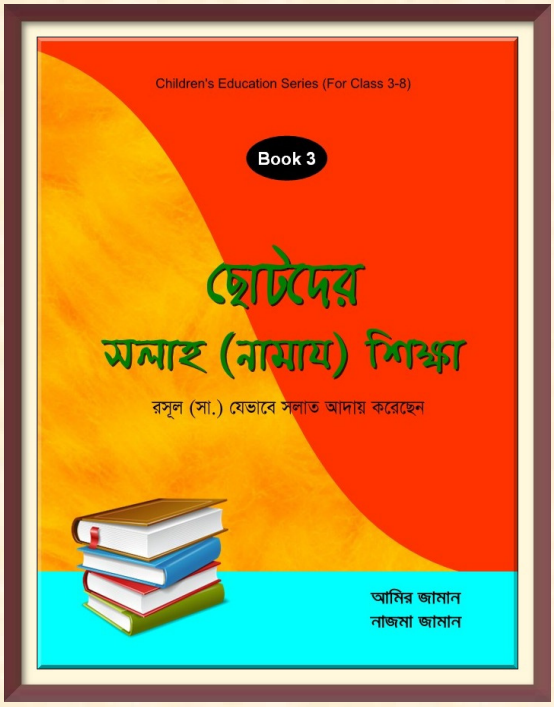

# অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ -এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ -এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ওযূর নিয়মাবলী ও ওযূর মাসায়েল | ৫ |
| তায়াম্মুমের নিয়মাবলী | ৭ |
| সতর ও পোশাক সম্পর্কে ইসলামের নিয়ম | ৭ |
| আযান ও ইকামাহ | ৯ |
| ছেলে-মেয়ের সলাতে কোন পার্থক্য নেই | ১০ |
| পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের রাক'আত সংখ্যা | ১০ |
| সলাতের জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো (ক্বিয়াম) | ১৩ |
| তাকবীরে তাহরীমা | ১৩ |
| রফ'উল ইয়াদাঈন [প্রথমবার] | ১৪ |
| তাকবীরে তাহরীমার পর কী পড়তেন? | ১৪ |
| সূরা ফাতিহা পাঠ | ১৬ |
| আমীন উচ্চারণ ও ক্ষণিক চুপ থাকা | ১৭ |
| ক্বিরাত (সলাতে কুরআন পাঠ) পদ্ধতি | ১৭ |
| রুকূ করার পদ্ধতি [দ্বিতীয় 'রফ'উল ইয়াদাঈন'] | ২০ |
| রুকূ থেকে দাঁড়ানো ও রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কী বলতেন? | ২১ |
| রফ'উল ইয়াদাঈন কোন কোন সময় করতে হবে | ২১ |
| সাজদায় যাওয়ার পদ্ধতি ও হাত আগে না হাঁটু আগে? | ২৪ |
| কিভাবে সাজদাহ করতেন? | ২৪ |
| সাজদায় কী বলতেন? ও সাজদাহ থেকে উঠে বসা | ২৫ |
| দুই সাজদার মাঝে যে দু'আ পড়তেন | ২৭ |
| দ্বিতীয় সাজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানো | ২৭ |
| দ্বিতীয় রাক'আত কিভাবে পড়তেন? | ২৮ |
| প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক ও প্রাসঙ্গিক কর্মপদ্ধতি | ৩১ |
| প্রথম তাশাহহুদে কী পড়তেন? | ৩১ |
| প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়ানো | ৩২ |
| তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে রসূল ﷺ কী পড়তেন? | ৩২ |
| শেষ তাশাহহুদের বৈঠক | ৩৩ |
| রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সলাত [দুরূদ] | ৩৪ |
| সলাতের শেষ বৈঠকে দু'আর আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব | ৩৪ |
| দু'আ (সলাতে দু'আর স্থানসমূহ) ও সালাম ফিরানোর পদ্ধতি | ৩৫ |
| সালামের পরে মুক্তাদীদের নিয়ে মুনাজাত (দু'আ) প্রসঙ্গ | ৩৬ |
| সালাম ফিরিয়ে রসূল ﷺ কী করতেন? কী পড়তেন? | ৩৭ |
| বিতিরে দু'আ কুনূত | ৩৯ |

# ওযূর নিয়মাবলী

- ওযূর অঙ্গগুলি এক, দুই বা তিনবার করে ধোয়া যাবে ।
- ওযূ করার নিয়ম আল কুরআনে এসেছে, সেখানে ঘার মাসেহ করার কোন নিয়ম নেই । তাই ওযূতে ঘার মাসেহ করা যাবে না । করলে এটা হবে বিদ'আত ।

১) প্রথমে মনে মনে অর্থাৎ অন্তরে সলাতের জন্য ওযূ করছি এই নিয়ত করতে হবে । মুখে উচ্চারণ করে নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া ..... ইত্যাদি বলে কোন নিয়ত নেই ।

২) বিসমিল্লাহ বলে ওযূ শুরু করতে হবে ।

৩) ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুতে হবে এবং আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে হবে ।

৪) ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করতে হবে ।

৫) আবার পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়তে হবে ।

৬) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে থুৎনীর নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল ধুতে হবে ।

৭) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে হবে ।

৮) পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখ হতে পিছনে ও পিছন হতে সম্মুখে বুলিয়ে **একবার** পুরা মাথা মাসেহ করতে হবে।

৯) তারপর ভিজা শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা পিছন অংশে মাসেহ করতে হবে।

১০) ডান ও বাম পায়ের টাখনু পর্যন্ত ভালভাবে ধুতে হবে ও বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করতে হবে।

## ওযূ শেষে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ

وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল (সহীহ মুসলিম)। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (তিরমিযী)

## ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

- পেশাব ও পায়খানা করলে ওযূ নষ্ট হয়।
- অজ্ঞান হয়ে গেলে ওযূ নষ্ট হয়।
- গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লে ওযূ নষ্ট হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হাটুর উপর কাপড় উঠলে ওযূ নষ্ট হয় না।

# তায়াম্মুমের নিয়মাবলী

তায়াম্মুম অর্থ 'সংকল্প করা'। পানি না পাওয়া গেলে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে মাটি (ধুলা-বালি) দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিকে 'তায়াম্মুম' বলে।

### তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

মনে মনে নিয়ত করার পর বিসমিল্লাহ বলে দুই হাতের তালু সম্পূর্ণরূপে মাটির উপর বিছিয়ে রাখতে হবে। তারপর ফুঁ দিয়ে ধুলা ঝেড়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মাসেহ করতে হবে। এরপর বাম হাত দ্বারা ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা। (সহীহ বুখারী)

### কখন তায়াম্মুম করা যাবে?

১) যদি পানি পাওয়া না যায় (এবং পানি সংগ্রহ করতে গেলে সলাত কাযা হওয়ার ভয় থাকে)। (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

২) পানি ব্যবহারে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকলে এবং জীবনের ঝুঁকি থাকলে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৩) উপরোক্ত কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে প্রয়োজনে দীর্ঘদিন হলেও তায়াম্মুম করা যাবে। (আবু দাউদ)

### তায়াম্মুম কিসে নষ্ট হয়?

যে যে কারণে ওযূ নষ্ট হয়, ঠিক সেই একই কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়। কারণ তায়াম্মুম হলো ওযূর বিকল্প। এছাড়া যে অসুবিধার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়। যেমন পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম শেষ হয়ে যায়। আবার অসুখের কারণে তায়াম্মুম করলে, অসুখ দূর হয়ে যাওয়ার পর পরই আর তায়াম্মুম থাকে না। (ফিকহুস সুন্নাহ)

# সতর ও পোশাক সম্পর্কে ইসলামের নিয়ম

**সতর ঃ** দেহের যে অংশ পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ছেলেদের সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মেয়েদের মুখ, হাতের তালু ও পায়ের পাতা বাদে মাথা থেকে পায়ের আংগুল পর্যন্ত ঢেকে রাখা।

১. পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোশাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থানসমূহ অন্যের চোখে স্পষ্ট হয়ে না ওঠে।

২. ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হতে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতে হবে। হাদীসে সাদা পোশাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে।

৩. মুসলিমের পোশাক যেন অমুসলিমের মতো না হয়। যেই পোশাক পরলে কাউকে অমুসলিম বলে মনে হয়, সেই পোশাক মুসলিম পরতে পারবে না।

৪. পোশাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম (সিল্ক) পরিধান না করে।

# অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

**১। প্রশ্ন ঃ**

ক) কী বলে ওযূ শুরু করতে হয়? ওযূর অঙ্গগুলি কতবার করে ধোয়া যাবে?
খ) ওযূর নিয়মাবলী কী কী?
গ) রসূলুল্লাহ ﷺ ওযূর সময় কতবার করে ধুতেন?
ঘ) তায়াম্মুম করার পদ্ধতি উল্লেখ কর।
ঙ) ইসলামে সতর ও পোশাকের নিয়মাবলীগুলি কি কি?

**২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ**

ক) কী বলে ওযূ শুরু করতে হয়?
i) আউযুবিল্লাহ ii) বিসমিল্লাহ iii) সুবহানাল্লাহ iv) কোনটাই না
খ) ওযূর অঙ্গগুলি কতবার ধোয়া যাবে?
i) ৩ বার ii) ৪ বার iii) ৫ বার iv) ৬ বার
গ) তায়াম্মুমে অঙ্গগুলি কতবার মাসেহ করতে হয়?
i) ২ বার ii) ১ বার iii) ৩ বার iv) ৪ বার

**৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক) প্রথমে ডান ও পরে _____ হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে হবে।
খ) ডান ও বাম পায়ের _____ পর্যন্ত ভালভাবে _____ হবে।
গ) বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের _____ সমূহ _____ করতে হবে।
ঘ) ওযূতে _____ মাসেহ করা যাবে না।

**৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ**

ক) ওযূতে ঘার মাসেহ করা যাবে।
খ) ওযূর অঙ্গগুলো ১২ বার করে ধুতে হবে।
গ) সলাত পবিত্রতা অর্জন করা বাধ্যতামূলক।

**৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ**

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|---|---|
| ক) ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুতে হবে এবং | ক) নাকে দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়তে হবে। |
| খ) ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করতে হবে ও প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে | খ) থুৎনীর নীচ পর্যন্ত পুরো মুখমন্ডল ধুতে হবে। |
| গ) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে | গ) আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে হবে। |
| ঘ) প্রথমে ডান ও পরে বাম | ঘ) করলে এটা হবে বিদ'আত |
| ঙ) ঘার মাসেহ করা যাবে না | ঙ) হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে হবে। |

# আযান

| আরবী | উচ্চারণ | অর্থ |
|---|---|---|
| ٱللَّهُ أَكْبَر | আল্লাহু আকবার (২ বার) | আল্লাহ মহান । |
| ٱللَّهُ أَكْبَر | আল্লাহু আকবার (২ বার) | আল্লাহ মহান । |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّه | আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২ বার) | আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই । |
| أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّه | আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (২ বার) | আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল । |
| حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَوَة | হাইয়্যা আলাস সলাহ (২ বার) | সলাতের জন্য এসো । |
| حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاح | হাইয়্যা আলাল ফালাহ (২ বার) | কল্যাণের জন্য এসো । |
| ٱلصَّلَوةُ خَيْرٌ مِن النَّوم | আস সলাতু খয়রুম মিনান নাউম (২ বার) শুধু ফজরের আযানের সময় | ঘুম হতে সলাত উত্তম । |
| ٱللَّهُ أَكْبَر | আল্লাহু আকবার (২ বার) | আল্লাহ মহান । |
| لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّه | লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (১ বার) | আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই । |

# ইকামাহ

সলাত শুরু করার আগে ইকামাহ দিতে হয়। ইকামাহ আযানের মতই তবে আযানের বাক্যগুলো দুই বার করে আর ইকামার বাক্যগুলো একবার করে। যেমন- আল্লাহু আকবার (২ বার); আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১ বার); আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (১ বার); হাইয়্যা আলাস সলাহ (১ বার); হাইয়্যা আলাল ফালাহ (১ বার); ক্বদ ক্বা-মাতিস সলা-হ (২ বার); আল্লাহু আকবার (২ বার); লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (১ বার) ।

# সলাহ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

**রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ**

**তোমরা ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ। (সহীহ বুখারী)**

## ছেলে-মেয়ের সলাতে কোন পার্থক্য নেই

ক্বিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সাজদাহ, জলসায় ছেলে-মেয়ের জন্য একই নিয়ম। আমাদের দেশে মেয়েরা যে নিয়মে রুকু, সাজদাহ এবং বৈঠক করেন তা রসূল ﷺ -এর দেখানো নিয়ম নয়।

## পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের রাক'আত সংখ্যা

| ওয়াক্ত | সুন্নাত | ফরয | সুন্নাত | বিতর |
|---|---|---|---|---|
| ফজর | ২ | ২ | | |
| যোহর | ২ + ২ | ৪ | ২ | |
| আসর | | ৪ | | |
| মাগরিব | | ৩ | ২ | |
| 'ইশা | | ৪ | ২ | ১ অথবা ৩ |
| মোট ফরয = ১৭ রাক'আত। মোট সুন্নাত = ১২ রাক'আত | | | | |

রসূল ﷺ বলেছেন, যে দিনে এবং রাতে ১২ রাক'আত সলাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যেমন - যোহর সলাতের আগে ৪ রাক'আত এবং পরে ২ রাক'আত, মাগরিবের সলাতের পরে ২ রাক'আত, 'ইশার সলাতের পরে ২ রাক'আত এবং ফজর সলাতের আগে ২ রাক'আত। [আত-তিরমিযী]

# সলাতের ধাপগুলো হচ্ছে

১. সলাতের জন্য
ক্বিবলামুখী হয়ে
দাঁড়ানো

২. তাকবীর
(রফ'উল ইয়াদাঈন)

৩. ক্বিয়াম

৪. রুকু

৫. ক্বওমা
(রুকু থেকে স্থির
হয়ে দাঁড়ানো)

৬. সাজদাহ

৭. জলসা
(তাশাহহুদের জন্য)

৮. সালাম

# তাকবীর

**Takbeer**

اللهُ أكبَر

‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ মহান)

## সলাতের জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো (ক্বিয়াম)

**ক্বিয়াম ঃ** সলাতের জন্য ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোকে ক্বিয়াম বলে ।

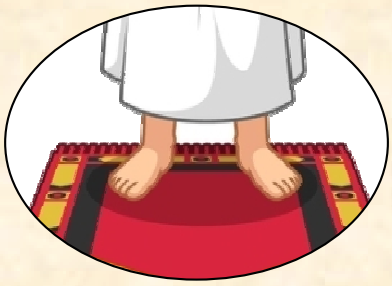

সলাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় পা দুটো ক্বিবলামুখী থাকবে ।

ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে সলাতের জন্য নিয়ত করতে হবে (অন্তরে থাকবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে না) ।

*নাউয়াইতু আন উছাল্লিয়া* ..... বলে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা যাবে না, নিয়ত থাকবে অন্তরে । এবং *ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু*. ..... বলে জায়নামাজের কোন দু'আ পড়া যাবে না । এগুলো হাদীসে নেই, যা বিদ'আত ।

## তাকবীরে তাহরীমা

রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের জন্যে দাঁড়িয়েই

اللهُ أكبَر

'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান) বলে সলাত শুরু করতেন ।

সলাতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয় তাকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা' । 'আল্লাহু আকবার' কথাটার নাম তাকবীর, আর 'তাহরীমা' অর্থ হচ্ছে নিষেধ অর্থাৎ এই আল্লাহু আকবার বলা মাত্র সেই মুসল্লীর জন্যে দুনিয়ার সমস্ত কাজ ও চিন্তা হারাম হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সলাত শেষ করে সালাম ফিরাচ্ছে ।

**বিশেষ নোট-১ ঃ** তিনি এই তাকবীর বলার আগে অন্য কিছুই পড়তেন না বা বলতেন না, এমনকি নিয়তও উচ্চারণ করতেন না ।

**বিশেষ নোট-২ ঃ** নাভীর উপর হাত বাঁধার কোন সহীহ হাদীস নেই । তাই নাভীর উপর হাত না বেঁধে বুকের উপর বাঁধতে হবে ।

## রফ'উল ইয়াদাঈন করা [প্রথমবার]

রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শুরু করতেন 'আল্লাহু আকবার' বলে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় তিনি দু'হাত উঠাতেন। এভাবে দু'হাত উঠানোকে 'রফ'উল ইয়াদাঈন' বলে। তিনি তাঁর দু'হাত ক্বিবলার দিকে কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠাতেন। এ সময় তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে থাকতো। (সহীহ বুখারী, আবু দাউদ)

হাত দু'টিকে ক্বিবলামুখী করে কাঁধ কিংবা কান পর্যন্ত উঠাতে হবে। (সহীহ বুখারী) এবং দু'হাত বুকের উপর রাখতে হবে।

চোখ দুটো সাজদার স্থান বরাবর রাখতে হবে।

## তাকবীরের তাহরীমার পর কী পড়তেন?

তাকবীর বলার সময় হাত উঠাবার পর হাত নামিয়ে ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখতেন এবং বুকের উপর রাখতেন। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)। মহিলারাও পুরুষদের মতোই বুকের উপর হাত রাখবেন।

তিনি হাত দু'টিকে বুকের উপর রাখতেন। (আবু দাউদ)

ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখা

তিনি কখনো ডান হাত দ্বারা বাম হাত আঁকড়ে ধরতেন। (নাসাঈ)

তারপর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে তিনি বিভিন্ন দু'আ করতেন। এই দু'আকে 'সানা' বলে।

**সানা ঃ** নিম্নের যে কোন সানা পড়ে সলাত শুরু করতেন।

"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَّالْمَاءِ وَالْبَرَدِ".

*আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খত্ব-ইয়া-ইয়া কামা-বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী-মিন খত্ব-ইয়া-ইয়া, কামা ইয়ূনাক্বক্বাছ ছাউবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাস। আল্লা-হুম্মাগসিলনী মিন খত্ব-ইয়া-ইয়া, বিছছালজি ওয়াল মা-ই ওয়াল বারদ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহ খাতাসমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার পাপসমূহ শিশির, পানি ও বরফ দ্বারা ধৌত করে দাও। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*ওয়াজ্-জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারস্সামা ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন। ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়ামাহ ইয়াইয়া ওয়ামামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন। লা-শারীকা লাহু ওয়াবিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমী-ন।*

অর্থ ঃ আমি একনিষ্ঠভাবে মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম। তাঁর সাথে যারা শিরক করে, আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু মহান আল্লাহর জন্যে যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রভু, প্রতিপালক। কেউ তাঁর অংশীদার নেই, আর এ জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। [সহীহ মুসলিম]

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"

*সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গইরুক।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্ত্বা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। [আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, নাসাঈ]

## সূরা ফাতিহা পাঠ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

مِنْهَمْزِهِ، وَ نَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

উপরে বর্ণিত সানা/দু'আ পড়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতনির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি' পড়তেন। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুত্বনী)।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তানের পাগলামী, অহঙ্কারী ও কু-কাব্যের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

অতঃপর 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। নির্দিষ্ট কিছু সলাতে তিনি সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন, আবার কিছু সলাতে শব্দ না করে পড়তেন। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ সলাত শুদ্ধ নয় যাতে মুসল্লী ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাই। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সলাত হবে না। [সহীহ বুখারী]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

২. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

৪. যিনি বিচার দিনের মালিক।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

৫. আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

৬. হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

৭. তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, পক্ষান্তরে যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা বিপথগামী, তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করো না।

## আমীন উচ্চারণ

সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়লে 'আমীন'-ও সশব্দে উচ্চারণ করতেন এবং তাঁর সাথে মুক্তাদীরাও সশব্দে 'আমীন' উচ্চারণ করতেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'আমীন' বলে কিংবা 'ওয়ালাদ দল্লীন' পাঠ শেষ করে, তখন তোমরা সকলে 'আমীন' বল। কেননা যার 'আমীন' আসমানে ফিরিশতাদের 'আমীন'-এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

## কিছুক্ষণ চুপ থাকা

রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে কিছুক্ষণের জন্যে দু'বার চুপ থাকতেন। একবার চুপ থাকতেন তাকবীরে তাহরীমার পর (নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম), এবং দ্বিতীয়বার গইরিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দললীন পড়ার পর।

## ক্বিরাত (সলাতে কুরআন পাঠ) পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সলাতে কুরআন পাঠ ছিল টানা টানা। প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামতেন। আয়াত শেষ করার সময় একটু টানা আওয়াযে শেষ করতেন। সূরা ফাতিহা শেষ করে তিনি অন্য যেকোন একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। যেমন- সূরা ইখলাস ঃ

| | |
|---|---|
| بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ | পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। |
| قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ | ১. বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। |
| اللَّهُ الصَّمَدُ | ২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। |
| لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ | ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। |
| وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ | ৪. আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই। |

# অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

**১) প্রশ্ন ঃ**

ক) রসূল ﷺ তাকবীরের পর কী পড়তেন?
খ) সূরা ফাতিহার অর্থ লিখ ।
গ) সূরা ইখলাসের অর্থ লিখ ।
ঘ) আযান ও ইকামার মধ্যে পার্থক্য কি?
ঙ) আযানের বাক্যগুলো কী কী?

**২) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ**

ক) রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের জন্যে দাঁড়িয়েই কী উচ্চারণ করতেন?
i) বিসমিল্লাহ ii) আউযুবিল্লাহ iii) আল্লাহ আকবার iv) কোনটাই না ।
খ) সানা/দু'আ পড়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ কী পড়তেন?
i) বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম ii) সূরা ফাতিহা iii) সূরা ইখলাস iv) আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম

**৩) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক) 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ _____ ।
খ) সলাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় পা দুটো _____ থাকবে ।
গ) রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শুরু করার জন্যে _____ ছাড়া আর কিছুই বলতেন না ।
ঘ) কেননা যার আমীন আসমানে ফিরিশতাদের _____আমীন এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল _____ মাফ করা হবে ।

**৪) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ**

ক) রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের জন্যে দাঁড়িয়েই বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করতেন ।
খ) চোখ দুটো সাজদার স্থান বরাবর রাখতে হবে ।
গ) 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ আল্লাহ মহান ।
ঘ) নাভীর উপর হাত বাঁধার কোন সহীহ্ হাদীস নেই ।
ঙ) যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সলাত হবে না ।

**৫) বাম ডান মিলাও ঃ**

| বাম | ডান |
|---|---|
| ক) আল্লাহর রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করেছেন আমাদেরকেও ঠিক সেভাবে | ক) সে সলাত ত্রুটিপূর্ণ তথা অসম্পূর্ণ । |
| খ) যে ব্যক্তি এমন সলাত পড়ল যাতে সূরা ফাতিহা পড়ে নাই | খ) সলাত আদায় করতে হবে । |
| গ) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন ইমাম আমীন বলে | গ) কুরআন পাঠ ছিল টানা টানা । |
| ঘ) রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সলাতে | ঘ) তখন তোমরা সকলে আমীন বল । |

# রুকু

**Bowing**

اللهُ أكبَر

‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ মহান)

## রুকূ করার পদ্ধতি [দ্বিতীয় 'রফ'উল ইয়াদাঈন']

রসূলুল্লাহ ﷺ কিরাত শেষ করে নিঃশ্বাস নিয়ে প্রশান্তি অর্জনের জন্যে খানিকটা সময় নীরব থাকতেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমার সময়কার মত 'রফ'উল ইয়াদাঈন' করতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে চলে যেতেন। [সহীহ বুখারী]

রুকুতে যাওয়ার আগে 'রফ'উল ইয়াদাঈন' করা

তাকবীর বলে দু'হাত কানের লতি অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠানো এবং হাতের তালু ক্বিবলামুখী রাখা

রুকুতে গিয়ে জড়িয়ে ধরার মত দু'হাত হাঁটুতে রাখতেন। কনুই দু'টিকে পেট থেকে দূরে রাখতেন। পিঠ সোজাসুজি লম্বা করে বিছিয়ে রাখতেন। মাথা পিঠের বরাবর রাখতেন, উঁচু বা নিচু করে রাখতেন না। [তিরমিযী, বায়হাকী]

তিনি রুকুতে গিয়ে এই ভাষায় তাসবীহ উচ্চারণ করতেন

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ

*"সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম"*। অর্থ ঃ আমার মহান প্রভু সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত, পবিত্র, মহীয়ান। [আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ]

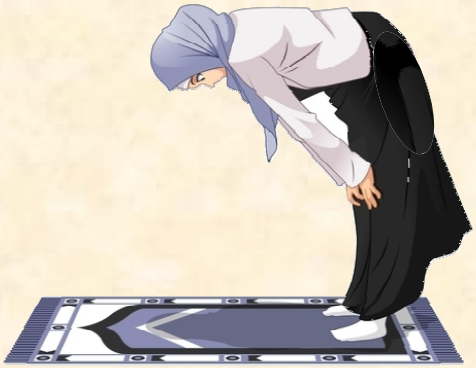

## রুকূ থেকে দাঁড়ানো

অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় তিনি-

১) রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন [তৃতীয় বার] এবং

রুকু হতে উঠে তাকবীর বলে দু'হাত কানের লতি অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠানো এবং চোখের দৃষ্টি সাজদার স্থানে থাকবে।

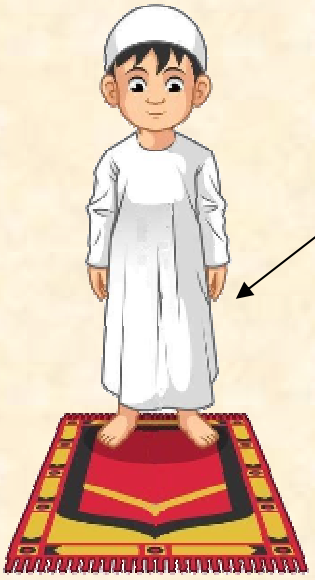

রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে যতক্ষণ না শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রতংগ স্বস্ব স্থানে ফিরে আসে।

## রফ'উল ইয়াদাঈন কোন কোন সময় করতে হবে

রফ'উল ইয়াদাঈন ঃ অর্থ- দু'হাত উঁচু করা। এটি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণের অন্যতম নিদর্শন। রুকু থেকে উঠে ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দু'হাত ক্বিবলামুখী স্বাভাবিকভাবে কাঁধ বা কান বরাবর উঁচু করে তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে মোট চারস্থানে 'রফ'উল ইয়াদাঈন' করতে হয়। ১) তাকবীরে তাহরীমার সময় ২) রুকুতে যাওয়ার সময় ৩) রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় এবং ৪) ৩য় রাক'আতে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়। এমনিভাবে প্রতি তাশাহহুদের বৈঠকের পর উঠে দাঁড়াবার সময় রফ'উল ইয়াদাঈন করতে হয়।

২) নিম্নোক্ত তাসবীহ পড়তেন ঃ

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

*"সামি আল্লা-হু লিমান হামিদাহ।"*

অর্থ ঃ আল্লাহ শুনেছেন তাঁর বান্দা কার প্রশংসা করছে। [সহীহ বুখারী]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাত আদায়কারীর সলাত ততক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ রুকু ও সাজদায় তার পিঠ সোজা না করবে। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

## রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কী বলতেন?

তিনি যখন রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

*"রব্বানা লাকাল হাম্‌দ"*; কখনো বলতেন ঃ *"রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ"*, আবার কখনো বলতেন ঃ *"আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ"*।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। [সহীহ বুখারী]

এই তিনটি বাক্যই সহীহ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। নাবী ﷺ রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো এই দু'আটিও পড়তেন ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

*"রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, হামদান কাসীরন ত্বয়্যিবান মুবা-রকান ফীহ"।*

অর্থ ঃ হে আমাদের রব [প্রতিপালক]! তোমার জন্য সব প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়। [সহীহ বুখারী]

# সাজদাহ

## Prostration

اللهُ أكبَر

‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ মহান)

## সাজদায় যাওয়ার পদ্ধতি

এভাবে প্রশান্তির সাথে (রুকূর পরবর্তী) কিয়াম শেষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ *"আল্লাহু আকবার"* বলে সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

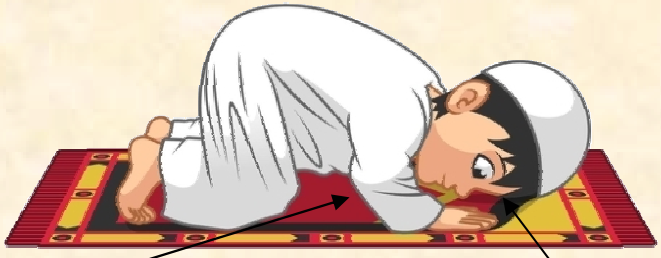

জমিনের উপর হাত দুটো কানের নীচে রাখতে হবে, কনুইকে জমিনের উপর রাখা যাবে না।

কপালের সাথে নাকও জমিনকে স্পর্শ করবে।

## সাজদায় যাওয়ার সময় হাত আগে রাখতে হবে

সাজদাহ থেকে উঠার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে এবং জমিনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

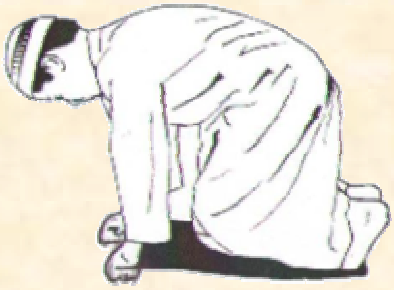

নাবী ﷺ মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে তখন উটের মত করে বসবে না, বরং (জমিনে) হাঁটু স্থাপনের আগে দুই হাত রাখবে। [আবু দাউদ]

## কিভাবে সাজদাহ করতেন?

রসূলুল্লাহ ﷺ বেশির ভাগ সময়ই যমীনের উপর সাজদাহ করতেন। তিনি কপাল ও নাক যমীনে স্থাপন করে সাজদাহ করতেন। তিনি খালি কপালে সাজদাহ করতেন, পাগড়িতে ঢাকা কপালে নয়। তিনি যখন সাজদাহ করতেন তখন কপাল ও নাক যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন। দুই বাহু দূরে সরিয়ে রেখে বগল ফাঁকা করে রাখতেন। বগল এতটা ফাঁকা করতেন যে, বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো। ইচ্ছে করলে দুই বাহুর এই ফাঁক দিয়ে ছোট ছাগল ছানা দৌড়ে যেতে পারতো। [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

তিনি সাজদায় দুই হাতের তালু কখনো ঘাড় আবার কখনো কান বরাবর রাখতেন। তিনি [সাহাবী] বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি যখন সাজদাহ করবে হাতের তালু দু'টি যমীনে স্থাপন করবে এবং দুই কনুই উপরে উঠিয়ে রাখবে। [সহীহ মুসলিম]

নাবী ﷺ এই সাতটি অংগের উপর সাজদাহ করতেন। দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু, দুই পা, কপাল ও নাক [কপাল ও নাককে একটি অংগ ধরা হয়েছে] (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সাজদায় সাতটি অঙ্গ জমিনকে স্পর্শ করবে।

১) কপাল ও নাক
২, ৩) দু'হাত
৪, ৫) দু'হাটু
৬, ৭) উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি,
কিবলামুখী রাখতে হবে।

মেয়েদের সলাতের সময় তাদের পা ঢেকে রাখতে হবে। মোজা অথবা পরনের কাপড় দিয়ে পা ঢাকা ঢাকা যেতে পারে।

- তিনি সাজদায় গিয়ে পিঠ সোজা রাখতেন।
- দুই পায়ের আংগুলের মাথাগুলো (বাঁকিয়ে) ক্বিবলামুখী করে রাখতেন।
- হাতের তালু ও আঙ্গুল বিছিয়ে রাখতেন, তবে একেবারে মিলিয়ে রাখতেন না, আবার বেশি ফাঁকাও রাখতেন না।
- যখন রুকূ করতেন, তখন হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা রাখতেন, আর যখন সাজদাহ করতেন, তখন মিলিয়ে রাখতেন।
- এভাবে তিনি হাঁটু, হাতের তালু, পায়ের পাতার সম্মুখভাগ এবং কপাল ও নাক প্রশান্তির সাথে যমীনে স্থাপন করে পিঠ সোজা করে সাজদায় অবস্থান করতেন।

## সাজদায় কী বলতেন?

রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় গিয়ে বিভিন্ন তাসবীহ উচ্চারণ করতেন এবং দু'আও করতেন। সহীহ সূত্রে জানা যায়, তিনি বিভিন্নরূপ তাসবীহ ও দু'আ করতেন।

তাসবীহ ঃ তিনবার অথবা কখনো অধিকবারও পড়তেন।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

*সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা।*

অর্থ ঃ আমার মহান প্রভু পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

অথবা/এবং

*সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলি।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ তুমি পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে বান্দা তার মা'বুদের সবচেয়ে নিকটতর হয় সে হলো সাজদাকারী। সাজদায় বেশী বেশী দু'আ কর কারণ তখন বান্দা আল্লাহর নিকটতম অবস্থায় থাকে। [সহীহ মুসলিম]।

**নোট ঃ রুকু ও সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।**

## সাজদাহ থেকে উঠে বসা

তিনি *'আল্লাহু আকবার'* বলে সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন। এসময়ে তিনি রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন না। সাজদাহ থেকে উঠার সময় তিনি হাতের আগে মাথা উঠাতেন।

তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর প্রশান্তির সাথে বসতেন। ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। এছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আর কোন প্রকার পদ্ধতির কথা জানা যায় না।

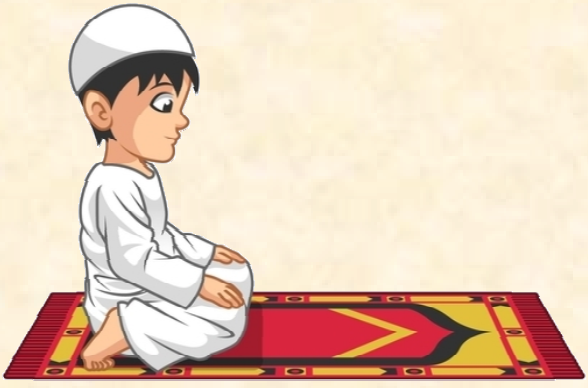

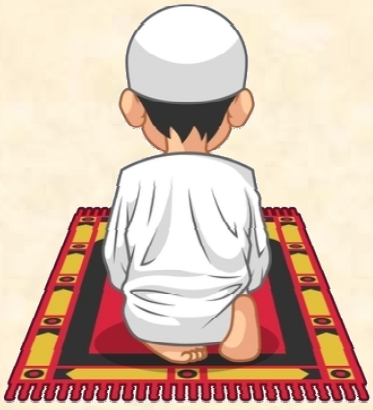

দুই সাজদার মধ্যে বসার সময় বাম পায়ের পাতার উপর বসা এবং ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা।

## দুই সাজদার মাঝে যে দু'আ পড়তেন

রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সাজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতেন এবং এই দু'আ পড়তেন ঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي

*আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজ্‌বুরনী, ওয়'আফিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়ারফানী।*

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, আমার যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর, এবং আমাকে রিযিক দান কর ও আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। [তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবু দাউদ]

আবার কখনো ছোট্ট এই দু'আও পড়তেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

*রব্বিগফিরলি রব্বিগফিরলি।*

অর্থ ঃ প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও। প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও। [ইবনু মাজাহ, নাসাঈ]

রসূলুল্লাহ ﷺ দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক সাজদার সমান লম্বা করতেন। এটাই সুন্নাত।

## দ্বিতীয় সাজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানো

দু'আ করার পর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন। দ্বিতীয় সাজদায়ও প্রথম সাজদার অনুরূপ করতেন। দ্বিতীয় সাজদাহ শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতেন।

নাবী ﷺ উঠবার সময় আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধ করে দু'হাতে মাটির উপর ভর দিতেন, এবং দ্বিতীয় রাক'আতের জন্যে উঠতেন। [সহীহ বুখারী]

সলাতে রুকু ও সাজদাগুলো পূর্ণ না করা সলাতে চুরি করার শামিল, এরকম করলে সলাত সম্পূর্ণ হয় না। [ইবনু আবী শাইবাহ]

## দ্বিতীয় রাক'আত কিভাবে পড়তেন?

তিনি প্রথম রাক'আতের সাজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করতেন। তারপর অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। যেমন- সূরা আল কাউসার।

| | |
|---|---|
| পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ |
| ১. নিশ্চয় আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি। | إِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ |
| ২. অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সলাত পড় এবং কুরবানী কর। | فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ |
| ৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ। | إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ |

তিনি দ্বিতীয় রাক'আত প্রথম রাক'আতের মতোই পড়তেন তবে দ্বিতীয় রাক'আত প্রথম রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ হতো। তবে তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না, বা এরপর কিছুক্ষণ চুপও থাকতেন না।

দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথম রাক'আতের ন্যায় কার্যক্রম পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

**স্টেপ-১** ঃ তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা।

**স্টেপ-২** ঃ রুকুতে যাওয়া।

**স্টেপ-৩** ঃ রুক থেকে উঠার সময় ক্বওমা ('রফ'উল ইয়াদাঈন) করা।

**স্টেপ-৪** ঃ সাজদায় যাওয়া (১ম বার)।

**স্টেপ-৫** ঃ বৈঠক (দুই সাজদার মাঝে বসা)।

**স্টেপ-৬** ঃ সাজদায় যাওয়া (২য় বার)।

**স্টেপ-৭** ঃ জলসা বা বৈঠক।

# অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

**১। প্রশ্ন ঃ**

ক) 'সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম' এর বাংলা অর্থ লিখ। 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এর বাংলা অর্থ লিখ।
খ) রসূল ﷺ রুকু থেকে দাঁড়িয়ে কী বলতেন?
গ) রসূল ﷺ কীভাবে সাজদাহ করতেন? সাজদায় কয়টি অঙ্গ জমিনকে স্পর্শ করবে তা কী কী লিখ?
ঘ) মহিলা-পুরুষের সলাতে কোন পার্থক্য নেই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। সূরা কাউসার এর অর্থ লিখ।

**২) বহুনির্বাচনী প্রশ ঃ**

ক) রসূল ﷺ মোট কয় সময় রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন?
i) দুই সময় ii) তিন সময় iii) চার সময় iv) কোনটাই না।
খ) রুকু থেকে দাঁড়িয়ে রসূল ﷺ কি বলতেন?
i) রব্বানা লাকাল হাম্‌দ ii) রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ iii) আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ iv) সবগুলো
গ) সাজদায় কয়টি অঙ্গ জমিনকে স্পর্শ করবে? i) ২ টি ii) ৭ টি iii) ৯ টি iv) ১১ টি

**৩) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক) রসূল ﷺ রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে _____ হয়ে দাঁড়াতেন।
খ) রসূল ﷺ বলেছেন ঐ ব্যক্তির সলাত যথার্থ হবে না, যতক্ষণ না সে রুকু সাজদায় তার _____ সোজা রাখে।
গ) নাবী ﷺ এই _____ টি অংগের উপর সাজদাহ করতেন।
ঘ) সাজদাহ হল _____ কবুলের সর্বোত্তম সময়।
ঙ) রুকু ও সাজদায় _____ পড়া নিষেধ।

**৪) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ**

ক) রসূলুল্লাহ ﷺ বেশীর ভাগ সময়ই যমীনের উপর সাজদাহ করতেন।
খ) সাজদায় ৫টি অঙ্গ জমিনকে স্পর্শ করবে।
গ) কিয়াম, রুকু, সাজদাহ, জলসা মহিলা পুরুষের জন্য ভিন্ন নিয়ম।
ঘ) মহিলাদের সলাতের সময় তাদের পা ঢেকে রাখতে হবে না।

**৫) বাম ডান মিলাও ঃ**

| বাম | ডান |
|---|---|
| ক) রুকুতে যাওয়ার আগে | ক) উটের মত করে বসবে না। |
| খ) রসূল ﷺ বলেছেন কেউ যখন সাজদায় যাবে তখন | খ) রফ'উল ইয়াদাঈন করা। |
| গ) তোমরা সাজদাহ অবস্থায় বাহুদ্বয় | গ) এটাই সুন্নাহ। |
| ঘ) নাবী ﷺ বলেছেন ঐ ব্যক্তির সলাত বিশুদ্ধ হয় না যে | ঘ) কুকুরের মত বিছিয়ে রাখবে না। |
| ঙ) রসূল ﷺ দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে সাজদার সমান লম্বা করতেন। | ঙ) কপালের মত করে নাক মাটিতে ঠেকায় না। |

# জলসা

**Sitting**

# তাশাহহুদের বৈঠক

## প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক ও প্রাসঙ্গিক কর্মপদ্ধতি

দ্বিতীয় রাক'আতের উভয় সাজদা শেষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহহুদের জন্যে বসতেন, তখন বাম উরুর উপর বাম হাত এবং ডান উরুর উপর ডান হাত রাখতেন।

ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ক্বিবলার দিকে ইংগিত করতে থাকতেন। এসময় আঙ্গুলটি পুরোপুরি দাঁড় করাতেন না, আবার নিচু করেও রাখতেন না, বরং উপরের দিকে ঈষৎ উঠিয়ে রাখতেন এবং নাড়াতে থাকতেন। বুড়ো আঙ্গুল মধ্যমার উপর রেখে একটা বৃত্তের মতো বানাতেন, আর শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনি) উঁচিয়ে দু'আ করতে থাকতেন এবং সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতেন। এসময় বাম উরুর উপর বাম হাত বিছিয়ে রাখতেন।

দুই সাজদার মাঝখানে তিনি যেভাবে বসতেন, তাশাহহুদের বৈঠকেও (প্রথম বৈঠকে) সেভাবে বসতেন। বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন এবং আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করে দিতেন। এ বৈঠকে এর ব্যতিক্রম বসতে কেউ তাঁকে দেখেনি।

মধ্যমা অঙ্গুলিটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে বৃত্তাকার বনিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলিটিকে কিবলামুখী করে নাড়াতে হয় দু'আ শেষ হওয়া পর্যন্ত। চোখের দৃষ্টি শাহাদত অঙ্গুলির দিকে থাকবে।

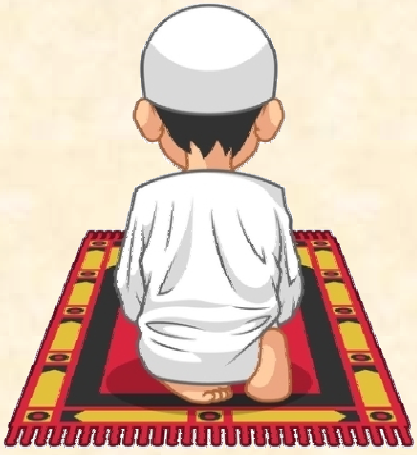

ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে ক্বিবলামুখী করে জমিনে রাখতে হবে।

## প্রথম তাশাহহুদে কী পড়তেন?

চার বা তিন রাক'আতের সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক'আত পড়ে বসতেন। এটাকেই প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক বলা হয়। এ বৈঠকে তিনি সবসময় তাশাহহুদ পড়তেন।

التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

তাশাহহুদ ঃ *আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস-সলাওয়া-তু ওয়াত্-ত্বইয়্যিবাতু আস-সালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান-নাবীইয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু -- আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিস স-লিহীন -- আশ্হাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু।*

অর্থ ঃ যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্যে। হে নাবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ [সত্য উপাস্য] নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

তাশাহহুদ নিঃশব্দে পড়া সুন্নাহ। [আবু দাউদ] তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেলে নাবী ﷺ শেষ বৈঠকে সাহু সাজদা করতেন। [সহীহ বুখারী]

## প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়ানো

তাশাহহুদ শেষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ *'আল্লাহু আকবার'* বলে উঠে দাঁড়াতেন। তিনি পায়ের পাতার বুক এবং হাঁটু যমীনে ঠেকিয়ে দুই ঊরুতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। এসময় তিনি রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন। [চতুর্থবার] তারপর রুকু করতেন। [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

দ্বিতীয় রাক'আতের নিয়মগুলোও প্রথম রাক'আতের মতই করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতের তাশাহহুদ শেষ করে যখন দাঁড়াতেন তখন রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন। রফ'উল ইয়াদাঈনে হাতগুলো কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেমনটি করতেন সলাতের শুরুতে। অতঃপর বাকি সলাত একই পদ্ধতিতে পড়তেন।

সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ ﷺ এসব স্থানে রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন।

## তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে রসূল ﷺ কী পড়তেন?

১) তিন রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সলাত (যথা মাগরিবের ফরয সলাত) ঃ

দ্বিতীয় রাক'আতের তাশাহহুদের বৈঠক (জল্সা) থেকে উঠে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রফ'উল ইয়াদাঈন করে বুকের উপর যথারীতি দু'হাত বেঁধে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে (সংগে অন্য কোন সূরা পড়তে হবে না)। তারপর যথারীতি তাসবীহ পাঠ করে রুকু-কাউমা-সাজদা সেরে

আগের মতোই বসে তাশাহহুদ পাঠ করে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দুরূদ পাঠ করতে হবে। তারপর অন্যান্য বর্ণিত দু'আ পাঠ শেষ করে যথারীতি ডানেবায়ে সালাম ফিরাতে হবে।

২) চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সলাত (যথা যোহর, আসর ও 'ইশার ফরয সলাত) ঃ

উপরে বর্ণিত তিন রাকা'আত বিশিষ্ট সলাতে তৃতীয় রাকা'আত শেষে বৈঠকে না গিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, তবে রফ'উল ইয়াদাঈন করতে হবে না। তারপর আবার বুকের উপর দু'হাত বেঁধে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে (সংগে অন্য কোন সূরা পড়তে হবে না) যথারীতি তাসবীহ পাঠ করে রুকু-কাউমা-সাজদা সেরে তৃতীয় রাক'আতের শেষের মতোই বসে তাশাহহুদ ও দুরূদ পাঠ করতে হবে। তারপর অন্যান্য বর্ণিত দু'আ পাঠ শেষ করে যথারীতি ডানেবায়ে সালাম ফিরাতে হবে।

৩) চার রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত সলাত (যথা যোহরের ফরযের আগে চার রাকা'আত সুন্নাত)

৪) উপরে আইটেম ১ ও ২ এ বর্ণিত তিন ও চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সলাতের সব পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে সুন্নত সলাতের ক্ষেত্রেও তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর প্রত্যেক রাক'আতেই একটি করে আলাদা সূরা অথবা কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করতে হবে। মাত্র এটুকুই কম বেশি চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয ও সুন্নাত সলাতের মাঝে, অন্য কোন তারতম্য নেই।

## শেষ তাশাহহুদের বৈঠক

রসূলুল্লাহ ﷺ যখন শেষ তাশাহহুদের জন্যে বসতেন, তখন (বাম) নিতম্ব যমীনে রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসতেন এবং দুই পা একদিকে (ডান দিকে) বের করে দিতেন। যে কোন সলাতের সালামের বৈঠকে নারী-পুরুষ সকলকে এভাবেই বাম নিতম্বের উপর বসতে হয়। একে 'তাওয়ারুক' বলা হয়। [সহীহ বুখারী, আবু দাউদ]

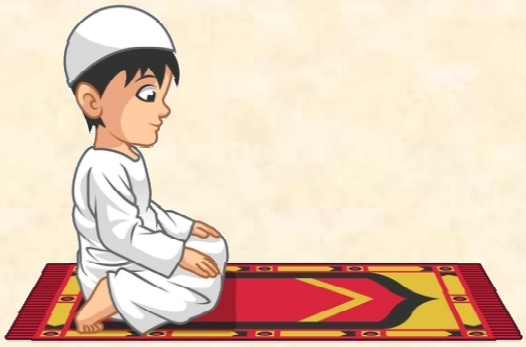

প্রশান্তির সাথে বাম নিতম্বের উপর বসতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকবে।

শেষ তাশাহহুদে বাম নিতম্বের উপর বসে ডান পা-কে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকবে।

**আঙ্গুল ক্বিবলামুখী রাখতেন ঃ** প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহহুদের সময় হাতের আঙ্গুল ক্বিবলামুখী করে রাখতেন। এ ছাড়াও রফ'উল ইয়াদাঈন এবং রুকু ও সাজদার সময় তিনি হাতের আঙ্গুল ক্বিবলামুখী রাখতেন। তিনি সাজদার সময় দুই পায়ের আঙ্গুলও ক্বিবলামুখী করে রাখতেন। [সহীহ বুখারী, আবু দাউদ]

## রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সলাত [দুরূদ]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَوَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَوَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

দুরূদে ইবরাহীম ঃ *আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা- সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ -- আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা- বা-রক্তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজী-দ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করো। তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতিও অনুরূপ করো, যেমনটি করেছিলে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের বরকত (কল্যাণ) দান করো, যেমন বরকত দান করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। [বুখারী, মুসলিম]

## সলাতের শেষ বৈঠকে দু'আর আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, শেষ তাশাহহুদ পাঠ করার পর আমরা যেন ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তারপর সে যেন নিজের জন্য যা ইচ্ছা দু'আ করে। তিনি সাহাবাদেরকে এই দু'আটি এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন করে তিনি তাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

*আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নামা, ওয়া মিন আযাবিল ক্বরি, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়া মিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের 'আযাব থেকে, কবরের 'আযাব থেকে, জীবন-মরণের বিপর্যয় থেকে এবং মাসীহিদ-দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে। [সহীহ মুসলিম, নাসাঈ]

সালামের পূর্বে আরো একটি দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَا بًا يَّسِيْرًا

*আল্লাহুম্মা হাসিব্‌নি হিসাবাইঁ ইয়াসিরা*। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অতি সহজভাবে আমার হিসাব নিও। [আহমাদ]

## দু'আয়ে মাসূরাহ

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ

وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*আল্লা-হুম্মা ইন্নি যলাম্‌তু নাফসি যুল্‌মান্ কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফিরলি মাগফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা, ওয়ারহামনি ইন্নাকা আন্‌তাল গফূরুর রহীম*।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা দান করো এবং রহমত করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

* বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.)-কে সলাতে এই দু'আ করতে বলেছিলেন।

দু'আয়ে মাসূরা পড়ার পর জানা মত অন্যান্য দু'আ পড়া যায়। এই সময়ে কুরআনী দু'আসহ সহীহ হাদীস ভিত্তিক সকল প্রকারের দু'আ করা যাবে। তিনি ﷺ সলাতের মধ্যে দু'আ করতেন এবং সাহাবাদেরকেও দু'আ করতে বলেছেন।

## দু'আ (সলাতে দু'আর স্থানসমূহ)

১. তাকবীরে তাহরীমার পর, সানা বা দু'আতে ইস্তিফতা-হ, যা 'আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বায়নী' দিয়ে শুরু হয়।
২. শ্রেষ্ঠ দু'আ হল সূরা ফাতিহা।
৩. রুকুতে 'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা...'।
৪. রুকুতে দু'আসমূহ।
৫. সাজদায় বেশি বেশি দু'আ করা যায় এবং দু'আ করা উচিত।
৬. দুই সাজদার মাঝে বসে 'আল্লা-হুম্মাগফিরলী..' বলে ৬টি বিষয়ের প্রার্থনা।
৭. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর ও সালাম ফিরানোর পূর্বে বিভিন্ন দু'আর মাধ্যমে।
৮. ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দু'আয়ে কুনূতের মাধ্যমে দীর্ঘ দু'আ করার সুযোগ।

## সালাম ফিরানোর পদ্ধতি

দু'আ শেষ করে তিনি প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন, বলতেন ঃ

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

*'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'*

অর্থ ঃ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

এবং তৎপর বাম দিকে মুখ ফিরাতেন এবং আগের মতই বলতেন *'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'*।

প্রথমে ডানদিকে এবং তারপর বামদিকে সালাম ফিরাতে হবে।

## সালামের পরে মুক্তাদীদের নিয়ে মুনাজাত (দু'আ) প্রসঙ্গ

সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলার দিকে ফিরে কিংবা মুক্তাদীদের দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাত করার যে প্রথা চালু রয়েছে তার কোন প্রমাণ রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পাওয়া যায় না।

হাদীসে সলাত সংক্রান্ত যতো দু'আর কথা উল্লেখ হয়েছে, সবই রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের ভিতরে করেছেন এবং সলাতের ভিতরে করার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন। সলাতে তো কেবল সেইসব দু'আ-ই করতে হবে যেগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে করেছেন এবং অনুমোদন করেছেন।

# সালাম ফিরিয়ে রসূল ﷺ কী করতেন? কী পড়তেন?

ফরয সলাতের পর মুনাজাত করতেন না। তিনি নিম্নের কাজগুলো করতেন ঃ

১) তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ

*আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ* (অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) [সহীহ মুসলিম]

২) একবার اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

*আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌রা-ম।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির উৎস, তোমার থেকেই আসে শান্তি। তুমি বড়ই বরকতময়। হে অতি মহান! মহা মর্যাদার অধিকারী অতিশয় কল্যাণময় তুমি। [সহীহ মুসলিম]

৩) একবার لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

*লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আল্লাহুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।*

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। মহাবিশ্বের কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। সর্বশক্তিমান তিনি। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিতে চাইলে তা রোধ করার সাধ্য কারো নেই। আর তুমি কিছু দিতে না চাইলে তা দেবার সাধ্য কারো নেই। কোন সম্পদশালীর সম্পদ, কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার মোকাবেলায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল, একেবারেই অকার্যকর। [সহীহ বুখারী]

৪) ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ

*সুবহানাল্লহ।*
(অর্থ ঃ মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।)

৩৩ বার الْحَمْدُ للهِ

*আলহামদুলিল্লাহ।*
(অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)

৩৩ বার اللهُ أَكْبَرُ

*আল্লাহু আকবার।*
(অর্থ ঃ আল্লাহ মহান) [সহীহ মুসলিম]

১ বার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।*

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। মহাবিশ্বের কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। সর্বশক্তিমান তিনি। [তিরমিযী]

৫) **একবার আয়াতুল কুরসী ঃ** اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

*আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা, হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম লাহু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আরদ্ব, মান যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফাউ 'ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামুমা-বাইনা আইদিহীম ওয়ামা খলফাহুম ওয়ালা ইয়ূহীতূনা বিশাইইম মিন্ 'ইলমিহী ইল্লা বিমা-শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যূহুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্‌যুহুমা, ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম।*

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ছাড়া? সামনের এবং পিছের সবকিছুই তিনি অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারেন না, কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন গোটা বিশ্বজগৎ পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টোর হিফাজত করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান। [সূরা বাকারা ঃ ২৫৫; সহীহ বুখারী, নাসাঈ]

৬) একবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস। (ফজর ও মাগরিবের সলাতের পর তিনবার করে।)

**সূরা ফালাক ঃ**

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ () مِن شَرِّ مَا خَلَقَ () وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ () وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ () وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ()

অর্থ ঃ হে রসূল! তুমি বলো, আমি সকাল বেলার রবের নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। এবং গিরায় ফুঁকদানকারীদের অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুকের হিংসা হতে, যখন সে হিংসা করে।

**সূরা নাস ঃ**

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ () مَلِكِ ٱلنَّاسِ () إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ () مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ () ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ

() مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ()

অর্থ ঃ হে রসূল! তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের নিকট। মানুষের বাদশাহর নিকট। মানুষের ইলাহর নিকট। ওয়াসওয়াসা দাতার অনিষ্ট হতে, যে অদৃশ্য হতে বারবার এসে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যায়। যে মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়। সে জিনের মধ্য থেকে হোক আর মানুষের মধ্য থেকে হোক।

# বিতরে দু'আ কুনূত

## বিতরের সলাত ঃ

রসূলুল্লাহ ﷺ বিতর সলাত এক অথবা তিন রাক'আত পড়েছেন। নাবী ﷺ যখন কুনূতে অন্যের জন্য দু'আ বা বদ'দু'আ করতেন তখন সাধারণত রুকুর পরে করতেন আর যখন শুধু দু'আ কুনূত পড়তেন তখন রুকুর আগে পড়তেন।

## দু'আ কুনূত

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا

قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

*আল্লা-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান আফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বারিক্‌লী ফীমা আ'ত্বয়তা, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা-ক্বদায়তা, ফাইন্নাকা তাকদী ওয়ালা-ইউক্বদা 'আলায়কা, ইন্নাহু লা-ইয়াযিললু মান ওয়ালায়তা, ওয়া লা-ইয়া 'ইযযু মান 'আদায়তা, তাবারকতা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়ত।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছো, আমাকেও সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো। যাদের তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছো, আমাকেও ক্ষমা এবং সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো, আমাকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করো। তুমি যা কিছু প্রদান করেছো, আমার জন্যে তাতে বরকত/প্রাচুর্য দান করো। তোমার মন্দ সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই প্রকৃত সিদ্ধান্তকারী, আর তোমার উপর অন্য কারো সিদ্ধান্ত চলে না। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে ইয্যত দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রভু, বিরাট প্রাচুর্যশীল, অতিশয় মহান তুমি।

**নোট** ঃ আমাদের দেশে সাধারণত সে দু'আ কুনূতটি পড়া হয় সেটি সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়।

**জুম্মার নামাযের সুন্নাত ঃ** আমাদের দেশে প্রচলিত জুম্মার নামাযের আগে ৪ রাক'আত কাবলাল জুম্মা এবং জুম্মার পরে ৪ রাক'আত বাদাল জুম্মা বলতে কোন সুন্নাত সলাত সহীহ হাদীসে নেই। তবে রসূল ﷺ জুম্মার সলাত পড়ার পরে কখনো ২ রাক'আত সলাত মসজিদে পড়েছেন এবং কখনো বাসায় গিয়ে পড়েছেন। কাবলাল মানে আগে এবং বাদাল মানে পরে।

# অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

**১) প্রশ্ন ঃ**

ক) রসূল ﷺ প্রথম তাশাহহুদে কী পড়তেন?
খ) প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কী পড়তেন?
গ) তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে রসূল ﷺ কী পড়তেন? শেষ তাশাহহুদের বৈঠকে কী পড়তেন লিখ?
ঘ) দুরূদে ইব্রাহিমের ফযীলত লিখ। দু'আয়ে মাসূরার বাংলা অর্থ লিখ।
ঙ) সূরা ফালাক, সূরা নাস-এর বাংলা অর্থ লিখ।
চ) বিতর মানে কি? বিতরের দু'আ কুনুত এর অর্থ লিখ।

**২) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ**

ক) তাশাহহুদ পড়ার সময় চোখের দৃষ্টি কোন দিকে থাকবে?
i) সাজদার স্থানে ii) শাহাদত অঙ্গুলি iii) হাঁটুর উপর iv) সামনে
খ) সাধারণত চার বা তিন রাক'আতের সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ কত রাক'আত পড়ে বসতেন?
i) ৩ রাক'আত ii) ১ রাক'আত iii) ২ রাক'আত iv) ৪ রাক'আত
গ) শেষ তাশাহহুদ পাঠ করার পর আল্লাহর কাছে কয়টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতে হয়?
i) ১টি ii) ২টি iii) ৩টি iv) ৪টি

**৩) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক) তিনি সাজদার সময় দুই পায়ের _____ক্বিবলামুখী করে রাখতেন।
খ রসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহহুদের সময় হাতের আঙ্গুল _____ করে রাখতেন।
গ) _____ জুম্মা বলতে কোন সুন্নাত সলাত সহীহ হাদীসে নেই।
ঘ) ) দু'আ শেষ করে তিনি প্রথমে _____ মুখ ফিরাতেন।

**৪) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ**

ক) রসূল ﷺ বিতর সলাত দুই অথবা চার রাক'আত পড়েছেন।
খ) সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।
গ) সলাত শেষে সবাই মিলে মুনাজাত করতে হয়।
ঘ) রসূল ﷺ সলাতের মধ্যেই দু'আ করতেন।

**৫) বাম ডান মিলাও ঃ**

| বাম | ডান |
|---|---|
| ক) রসূল ﷺ শেষ বৈঠকে | ক) ক্বিবলামুখী করে রাখতেন। |
| খ) সাজদার সময় রসূল ﷺ দুই পায়ের আঙ্গুল গুলো | খ) তাশাহহুদের জন্য বসতেন। |
| গ) রসূল ﷺ বলেছেন যে, সলাত আদায়কারী যেন আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা বনর্ণা করে | গ) মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করছি। |
| ঘ) সুবহানাল্লাহ্ অর্থ | ঘ) আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। |
| ঙ) আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ অর্থ | ঙ) নাবীর উপর সলাত (দুরূদ) পাঠ করা। |